‘সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কোন সরকারই নির্বাচন কমিশনার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেনি’

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

সংবিধানে নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা সংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধ নেই- এ বক্তব্য সরকারের। অথচ সংবিধানেই এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা কোনো সরকারই করেনি। ফলে যখন যে সরকার আসছে তাদের ইচ্ছা মতো কমিশনারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে। সাংবিধানিক এসব বিতর্ক বিশ্লেষণ করেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আরিফ খান মিরণ ও শামীম সুফী**

২০০০ : প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

আমীর-উল ইসলাম : আমার তো খুবই আশ্চর্য লাগে যে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি আবার সর্বোচ্চ আদালতেরও একজন বিচারক। বিচারক পদে বহাল থাকা অবস্থায় একটি নির্বাহী পদে যোগদান আমার কাছে সংবিধান সম্মত মনে হয় না। সংবিধানে যে সেপারেশন অব পাওয়ারের ধারণা আছে এটা তার লঙ্ঘন।

২০০০ : কিন্তু এর আগেও তো অনেক বিচারক প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন, তারা কী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন?

আমীর-উল ইসলাম : সেটা হয়েছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে। সে সময় জাস্টিস রউফকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং বিচারপতি নাইম উদ্দিন আহমেদকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি সিচুয়েশন। স্বৈরাচারের পতন ঘটার পর তখন চিফ জাস্টিসকে প্রেসিডেন্ট করা হল। সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সে সময় যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তাতে কেউ আপত্তি করেনি। কিন্তু একবার কেউ আপত্তি করেনি বলেই যে সেটা সব সময় করা যাবে সেটাও ঠিক নয়।...বিচারপতি রউফ যখন বিচারক হিসেবে ফিরে আসলেন তখনও এটা নিয়ে কথা উঠেছিল। রিট মামলা দায়ের করা হয়। তার বিচারপতি পদে ফিরে আসার বিষয়ে বারেও প্রবল আপত্তি ছিল। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ফিরে আসাটা অবৈধ না হলেও দুটো পদে এক সঙ্গে থাকাটাকে সংবিধানের খেলাপ বলে আমি মনে করি।

২০০০ : সিইসি’র নতুনভাবে ভোটার লিস্ট তৈরি করাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আমীর-উল ইসলাম : নির্বাচন কমিশনে যোগ দিয়ে সিইসি প্রথম যে এজেন্ডাটা হাতে নেন, সেটা হচ্ছে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন। সকল রাজনৈতিক দলকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ডাকা হয়। ক্ষমতাসীন জোট এবং কিছু নামসর্বস্ব দল ছাড়া সকল বিরোধী দল এ আলোচনার আহবান প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে আইনে পরিষ্কার করে বলা আছে যে সবসময় একটা ভোটার তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। সে অনুযায়ী আমাদের সংরক্ষিত একটা ভোটার তালিকা রয়েছে। সংবিধানে বলা আছে কোনো নাগরিকের বয়স ১৮ বছরের উর্দ্ধে হলে তার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যদি না তাকে আদালত পাগল বলে ঘোষণা করে। আইনে এটাও বলা আছে যে কোনো ব্যক্তি ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ইনফরমেশন পাওয়ার অধিকারী। আইনের এরকম স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ভোটার তালিকাকে হাল নাগাদ না করে অর্থাৎ সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে সঠিক তালিকা প্রণয়ন না করে সম্পূর্ণ নতুন একটা ভোটার তালিকা তৈরি করার উদ্যোগ কোন যুক্তিতে নিলেন, সেটা আমার বোধগম্য নয়। আরেকটা কথা হচ্ছে, উনি যেভাবে অফিসে ঢুকেই নতুন ভোটার তালিকা তৈরিতে হাত দিয়েছেন সেটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা কোনো একটা পূর্ব পরিকল্পনার ফল। এরকম একটা পরিকল্পনা দিয়েই যেন তাকে ইসিতে পাঠানো হয়েছে। অনেকটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের মত। তিনিও অফিসে ঢুকে সচিবদের গণবদলির আদেশ দিয়েছিলেন।

২০০০ : কিন্তু ভোটার তালিকা নতুনভাবে করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোই তো মত প্রকাশ করেছিল।

আমীর-উল ইসলাম : হ্যাঁ, এটা সত্য যে উনি অনেকগুলো রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় ডেকেছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ৫৭টা দল আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বিএনপি জামায়াত চারদলীয় জোট ছাড়া বাকি দলগুলো নামসর্বস্ব। তাদের মধ্যে চল্লিশজন নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়নের মত প্রকাশ করেছিল। তারা হয়ত আইনের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল ছিলেন না। তবে জামায়াত এবং বিএনপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে বলেছিল। মূলত তাদের মর্জির দিকে নজর রেখেই নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে দেশে সন্দেহ বিরাজ করছে। আগস্টে এ সংক্রান্ত একটা সভা হয়। এতে অন্য দুজন কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা বলেছিলেন এটা আইন অনুযায়ী করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা বলেন এটা হালনাগাদ করলেই যথেষ্ট হবে। যেহেতু আমাদের হাতে একটা ভোটার তালিকা আছে, সেহেতু সেটাকেই বাড়ি বাড়ি যেয়ে এলাকায় অনুপস্থিত, মৃত এবং পাগলদের বাদ দিয়ে এবং ইতিমধ্যে যাদের বয়স আঠারো বছর উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নাম যোগ করে হাল নাগাদ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

২০০০ : ঐ সভায় আওয়ামী লীগ যোগ দিয়ে এর প্রতিবাদ করতে বা ভিন্নমত পোষণ করে দেখতে পারত।

আমীর-উল ইসলাম : না, আওয়ামী লীগের কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ বুঝেছিল যে রাজনৈতিক দলগুলোর এই সভা ডাকাটা দুরভিসন্ধিমূলক। পরবর্তীতে তাদের অনুমানই সত্য হয়েছে।

২০০০ : একটা প্রথা ছিল যে দুজন নির্বাচন কমিশনার থাকবে। আওয়ামী লীগ সেই প্রথা ভেঙে ৩ জন কমিশনার নিয়োগ দিল। সিইসিসহ মোট ৪ জন কমিশনার হল। এখন আবার ৪ জন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার কত জন হবে এই সংক্রান্ত কোনো আইন আছে কী?

আমীর-উল ইসলাম : সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা আইন থাকবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণীত হয়নি। সে দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে বলতে হয় যে আমরা যে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিচ্ছি, সেটা আইনের অনুপস্থিতিতেই দিচ্ছি। কোন সুনির্দিষ্ট আইন নাই বলে এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ আছে। এখন একজন পাগলকে নির্বাচন কমিশনার বানাতেও আইনের কোনো স্পষ্ট বাধা নেই। কেননা, যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি বর্তমানে নির্ধারিত নেই।

২০০০ : এ ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তানে কোনো আইন আছে, নাকি সেটাও প্রথানির্ভর?

আমীর-উল ইসলাম : ভারত-পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দানের আইন/প্রথা কার্যকর আছে। বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এসব ঠিক করলে একটা গ্রহণযোগ্য আইন প্রথম থেকেই ঠিক হয়ে যায়। খেলায় একজন রেফারি নিয়োগের ব্যাপারে যে ধরনের সমঝোতার ব্যাপার থাকে, এখানেও সেই ধরনের সমঝোতা প্রয়োজন।

২০০০ : সিইসির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনর আহুত রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আলোচনা সভাতে যায়নি। আওয়ামী লীগ যেখানে সভাতে গেলই না, সেখানে কনসালটেশন কীভাবে হবে?

আমীর-উল ইসলাম : আসলে কনসালটেশন হবে কমিশনার নিয়োগের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে। যেহেতু বিরোধী দলের সঙ্গে কনসালটেশন ছাড়াই সিইসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সেহেতু তার ডাকে আওয়ামী লীগ সাড়া দেয়নি, এমনকি তার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনেও অংশ নেয়নি।

২০০০ : কিন্তু তিনি আপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারপতি, আপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারপতির রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চয়ই অত স্বচ্ছ না। আলোচনা ছাড়াই তাকে নিয়োগ দিলে সমস্যা কী?

আমীর-উল ইসলাম : এটা তো কনসালটেশন করে দেয়ার কথা। আর এর আগেও তার নিউট্রালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। যখন নাজমুল হুদা সাহেব তার এলাকাতে গিয়েছিলেন, তখন উনি ছাতা হাতে তাকে রিসিভ করেছিলেন। বারে আইনজীবীদের মাঝে অনেক বিষয়ে তাকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলো এখানে আমি নাই বা আলোচনা করলাম।

২০০০ : কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে কী আপনি মনে করেন? হলে সেটি কেমন হওয়া উচিত?

আমীর-উল ইসলাম : আমি আগেই বলেছি এ আইনটি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদেই আছে। তবে আইনটি হতে হবে বেস্ট প্র্যাকটিসের ভিত্তিতে। বিভিন্ন দেশে কীভাবে কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয় সেটা দেখে এবং সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আইনটি করতে হবে।

২০০০ : ভোটার তালিকা সংক্রান্ত রিট মামলার রায় নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আমীর-উল ইসলাম : রায়ে তো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বর্তমানে আইনের দ্বারা রক্ষিত ভোটার রোলকে বেসড মার্ক হিসেবে ধরে, এলাকা যারা ত্যাগ করেছেন বা যারা বর্তমানে এলাকায় নেই, অথবা মৃত বা পাগল বলে ঘোষিত তাদের বাদ দিয়ে এবং আঠার উর্দ্ধ তরুণদের নাম সংযোজনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করতে হবে। কিন্তু রায়ের এ নির্দেশনার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে তারা বেপরোয়াভাবে ভোটার লিস্ট তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন তো শুনছি, পার্টি ক্যাডাররাও এটা করছে এবং বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক যুবদলের লোকদের ৬৮ লাখ ভুয়া ভোটার বাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে নির্বাচন কমিশনের আদেশ নির্দেশ তত্ত্বাবধানের সুযোগ রইল কোথায়?

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার সংক্রান্ত যে দাবি করা হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে...

আমীর-উল ইসলাম : দাবিগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। দাবিগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে যেমন সবার সঙ্গে আলোচনা করে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বানাতে হবে...

২০০০ : একটু ডিস্টার্ব করি, এই যে আপনি বললেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বা নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তো আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী এ কথা বলে যে, আলোচনার মাধ্যমে এমন কাউকে নিয়োগ দেয়া সম্ভব, যিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন?

আমীর-উল ইসলাম : প্রথমত শুরু তো করা যেতে পারে। আর হবে না কেন, গণতান্ত্রিক নিয়ম তো এটাই যে আলোচনা করেই কাজ করা হবে। তাহলে এ ক্ষেত্রে কেন আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে না?

২০০০ : কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হওয়ার আগ পর্যন্ত তো এমন কথাই প্রচলিত ছিল যে লতিফুর রহমান আওয়ামী লীগের লোক।

আমীর-উল ইসলাম : ওটা ঠিক নয়, উনি অনেকটা এ্যকটিভিস্ট হয়েই কাজ করেছেন। নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার ঐতিহ্য তার কখনই লক্ষ্য করা যায়নি।

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার নিয়ে বলছিলেন।

আমীর-উল ইসলাম : হ্যাঁ, এছাড়াও সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে আছে যে,

বলাই বাহুল্য, তবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে স্পষ্টতই মনে হয় তিনি রায়টি নিজে পড়ে দেখেননি। তার আগেই মন্তব্য করে ফেলেছেন। এটা দেশবাসীকে হতাশ করেছে। মন্তব্যটি দায়িত্বহীন, অসংলগ্ন এবং আইন ও বিচারালয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন অবমাননা

‘কাজ করতে দেন, দেখবেন আল্লাহর রহমতে সব ঠিক হয়ে যাবে’

বিচারপতি মাহফুজুর রহমান

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন দুজন কমিশনারের একজন বিচারপতি মাহফুজুর রহমান। তার সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : ভোটার তালিকা নিয়ে দিনকে দিন পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করছে। যতই দিন যাচ্ছে সংকট যেন ততই বাড়ছে। এর অবসানে আপনি কী ভাবছেন?

বিচারপতি মাহফুজুর রহমান : পরিস্থিতি যতটা জটিল বলছেন, আমার মনে হয় অতটা নেই। যদিও আমি নির্বাচন কমিশনে নতুন, তার পরও মনে হয় অচলাবস্থা সমাধানযোগ্য। আপনি একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের মতো অথচ ভোটার বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। বিষয়টি কি খটকা লাগে না। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা করতেই পারে। সংবিধানে এমন সম্মতি আছে। অথচ এবার ভোটার তালিকার কাজ করতে গিয়ে কি বিব্রতকর অবস্থা দাঁড়াল? বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। আপনার কথার প্রেক্ষিতে বলছি, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ভোটার তালিকা করতে চাইলে সমস্যা কোথায়?

২০০০ : কিন্তু ভোটার তালিকা করা দরকার কী না বা করলেও কীভাবে করা হবে সেটা তো সংবিধানে বলা নেই, বলা আছে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে। সেখানে তো ঠিকই বলা আছে, ভোটার তালিকা নতুন করে করতে হলেও সাবেক ভোটার তালিকা বা এগজিস্টিং ভোটার তালিকা অনুকরণ করেই করতে হবে।

মাহফুজুর রহমান : দেখেন আমরা যারা নির্বাচনে শপথ পড়ে কমিশনার হয়েছি, আমরা কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে যেমন ওয়াদাবদ্ধ, দেশের মানুষের মঙ্গলার্থেও ওয়াদা করেছি। আমাদের কাজ করতে দেন দেখবেন আল্লার রহমতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

২০০০ : মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, কমিশনারদের মতপার্থক্যজনিত যে সমস্যা চলছে তা আল্লার রহমতেই ঠিক হবে?

মাহফুজুর রহমান : ইনশাল্লাহ।

২০০০ : ১৯ তারিখের বৈঠকে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার যে সিদ্ধান্ত হলো, সে ব্যাপারে কী বলবেন? দুজন কমিশনার তো আপিল করা থেকে বিরত থাকবেন বলে মত দিয়েছেন।

মাহফুজুর রহমান : ভোটার তালিকা প্রণয়ন নিয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে শিগগিরই আপিল করা হচ্ছে। সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জের এ ব্যাপারটা কেউ সমীচিন হয়নি বললে আমি কী বলতে পারি!

২০০০ : কমিশনার মোহাম্মদ আলী ও মুনসেফ আলী কমিশনের পক্ষে আপিল করতে সম্মত হননি।

মাহফুজুর রহমান : চলমান ভোটার তালিকার কাজ অনানুষ্ঠানিকভাবেই বন্ধ হয়ে আছে। কাজ কর্ম স্থবির হয়ে আছে। এ রকম একটা সময়ে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। মিডিয়া স্রেফ নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করলে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

২০০০ : তার মানে আপনি বলছেন, মিডিয়া নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করছে না?

মাহফুজুর রহমান : না, মানে তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়।

২০০০ : আপনিসহ জাকারিয়া সাহেবের নিয়োগ নিয়েও তো প্রশ্ন

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে।

২০০০ : কখন? শুধু তত্ত্বধায়ক সরকার থাকা অবস্থায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করার কথা বলছেন?

আমীর-উল ইসলাম : হ্যাঁ, তা তো আছেই, এছাড়াও নির্বাচিত সরকার থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তার সম্পূর্ণ আজ্ঞবহ না থেকে যেন আইন ও নিয়ম, বিধি-বিধান ও রীতি অনুসরণ করেন সে বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়া প্রয়োজন। যাতে ঝিন্টুর মতো ফাঁসির আসামীর দণ্ড খুব সহজেই মওকুফ না হয়ে যায়। এটি যেন আইনে নির্ধারিত থাকে।

২০০০ : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাসের ফলে নির্বাচন আরো সুষ্ঠু হবে এমনটা কেন মনে করছেন?

আমীর-উল ইসলাম : সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালীন সময় ডিফেন্স বা সামরিক বিষয়াদির জন্য যদি আলাদা একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচন প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে বলে আশা করা যায়।

২০০০ : নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার মাহফুজুর রহমান বলেছেন হাইকোর্টের রায় অস্পষ্ট, স্ববিরোধী, এক অনুচ্ছেদের সঙ্গে অন্য অনুচ্ছেদের মিল নেই- সর্বোচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কে কি এ রকম মন্তব্য করা যায়?

আমীর-উল ইসলাম : বলাই বাহুল্য, তবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে স্পষ্টতই মনে হয় তিনি রায়টি নিজে পড়ে দেখেননি। তার আগেই মন্তব্য করে ফেলেছেন। এটা দেশবাসীকে হতাশ করেছে। মন্তব্যটি দায়িত্বহীন, অসংলগ্ন এবং আইন ও বিচারালয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন অবমাননা।

২০০০ : নির্বাচন কমিশনের কী কী সংস্কার দরকার বলে মনে করেন?

আমীর-উল ইসলাম : আগেই উল্লেখ করেছি সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে যে বাধ্যবাধকতা আছে অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত যে আইন করার কথা আছে সেটি করতে হবে। কমিশনারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া দরকার। যোগ্য, সৎ, দক্ষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী, ন্যায়পরায়ন, গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল এবং ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে তার ঐরূপ রেকর্ড ও সুনাম এবং দেশবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতেই এমন নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই শুধু নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ পেতে পারবেন, এ ব্যাপারে আইনে মানদণ্ড বেঁধে দেয়া দরকার। আর সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে রাখলে হবে না। এটিকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে এনে কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিচার বিভাগ সংক্রান্ত একটু অন্য প্রসঙ্গের একটা প্রশ্ন

ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে হাইকোর্টের রায় সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। রায়টি আইনসম্মত হয়নি। একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের বৈপরীত্য আছে, তাই এটি সংবিধান পরিপন্থী বলা যায়। আমরা যৌক্তিকভাবেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করতে যাচ্ছি

উঠেছে।

মাহফুজুর রহমান : ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ (২) অনুচ্ছেদের অনুরূপ আমাদের সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সিইসিকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করবেন, সে রূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন (ইসি) থাকবে এবং এ বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেবেন। তাহলে সংবিধান মোতাবেকই আমার বা জাকারিয়া সাহেবের নিয়োগ হয়েছে। সুতরাং আমাদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক থাকার কথা নয়।

২০০০ : আপনি সংবিধানের যে অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করে বলেছেন, সংবিধান অনুসারেই নতুন দুই কমিশনার নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু ঐ অনুচ্ছেদে এটাও বলা হয়েছে, কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি আইন করেই তবে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের কাজ সম্পাদন করবে। কিন্তু এতো দিনে কোনো সরকারই তো এ বিষয়ে আইনটি করলো না। এ বিষয়ে কী বলবেন?

মাহফুজুর রহমান : উত্তর তিনি এড়িয়ে গেছেন

২০০০ : হাইকোর্টের রায় বিষয়ে আপনি সংবাদপত্রে যে মন্তব্য করেছেন...

মাহফুজুর রহমান : ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে হাইকোর্টের রায় সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। রায়টি আইনসম্মত হয়নি। একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের বৈপরীত্য আছে, তাই এটি সংবিধান পরিপন্থী বলা যায়। আমরা যৌক্তিকভাবেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করতে যাচ্ছি।

২০০০ : আপনার এমন মন্তব্য কি আদালত অবমাননার শামিল নয়?

মাহফুজুর রহমান : তো যা বলছিলাম, যেহেতু আপিল করার সুযোগ আছে। সেই সুযোগ আমরা ব্যবহার করতে পারি।

২০০০ : ক্ষুদ্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। অথচ বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন কমিশনটাই বাংলাদেশে। আর আপনি সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য...

মাহফুজুর রহমান : তাই নাকি! ব্যাপারটা বেশ মজার! আপনি তো আসলেই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন বলে মনে হয়।

২০০০ : এত বড় কমিশনের প্রয়োজন ছিল কি?

মাহফুজুর রহমান : ১৯৮৯ পূর্ববর্তী ৪২ বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক মেশিন হিসেবে স্বীকৃত ভারত কিন্তু এক সদস্যের নির্বাচন কমিশন দিয়েই তার গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এই অর্থে আপনার কথায় আমাদের কমিশনের সদস্য এ মুহূর্তে বড়। মনে রাখবেন, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই প্রস্তুতি হিসেবে নির্বাচন কমিশন এমনটা করেছে বলে আমার মনে হয়। আজ এই পর্যন্ত আর কথা হবে না এবার বন্ধ।

২০০০ : ঠিক আছে কথা বন্ধ। ছুটির দু'দিনও খুব ব্যস্ত কাটালেন।

মাহফুজুর রহমান : আর বলবেন না। আল্লাহ আল্লাহ করছি, যেন ভালোয় ভালোয় জীবনের শেষ এই দায়িত্ব পালন করতে পারি।

২০০০ : অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় আপনার বাসায় অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

মাহফুজুর রহমান : বিষয়টি ইদানীং খুব পীড়া দিচ্ছে। বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আমি বলেছি, আমার বাসায় কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয় না। যে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা আমার পাশের বাসা থেকে। আরেকটা ব্যাপার, অপরাধ একজন করলে অন্যের ওপরে চাপানো যায় না। ৪২ বছর ধরে আইন নিয়ে কাজ করছি। আর আজ এসব কথা কেন উঠছে? এগুলো সব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য। ঠিক আছে ধন্যবাদ।

২০০০ : আর একটা কথা, শপথ নিয়েই কেন পীরের দরগায় গিয়েছিলেন?

মাহফুজুর রহমান : এখন আর কথা বলব না। কোনো কথাই বলতাম না, আজ কয়েকদিন ধরে লেগে আছেন তাই বললাম। দেখেন এই ইন্টারভিউ বেরুলে আবার কোন বিতর্ক আসে। ধন্যবাদ।

করে শেষ করবো। গত ১৫ জানুয়ারি বিচারকগণ বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে বিচার কাজ পরিচালনা করেন। কেন তারা এমনটা করতে বাধ্য হলেন?

আমীর-উল ইসলাম : বিচারকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় তারা কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের বিচারকগণ বোমা হামলার শিকার হচ্ছেন অথচ সরকার তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারছে না। বিচারকদের সবাই গানম্যান ও যাতায়াতের জন্য গাড়ি পাননি। জেলা জজগণ কিছু সুযোগ সুবিধা পেলেও পদমর্যাদায় যারা তাদের সমান তারা আবার সে সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না।

২০০০ : বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কোনো নজির আছে কি যে বিচারকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে বিচার করেছেন?

আমীর-উল ইসলাম : আমরা যখন মাসদার হোসেন মামলা করি তখন প্রায় ৪০০ বিচারক তাদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত দাবির ব্যাপারে এক জোট হয়েছিলেন। নির্বাহী বিভাগের একজন কর্মকর্তার সমান পদমর্যাদাধারী হওয়া সত্ত্বেও তারা বেতন কম পেতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন বিচারকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেছিলেন এবং 'কলম বন্ধ' আন্দোলনের ডাক দিতে যাচ্ছিলেন। তখন এর প্রতিকারের জন্য আমরা মামলা করেছিলাম এবং প্রতিকার পেয়েও ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই রায়ের পুরোটা আজো কার্যকর হয়নি।

ডিভি-০৬/মাইগ্রেশন/বিদেশে ভর্তি আপিল

* ডিভি ২০০৬ বিজয়ীদের ইন্টারভিউ ব্রিফিং চলছে। ইন্টারভিউ তারিখ কোন ফি ছাড়াই জেনে নিন। * বৃটেন ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং বিকাল ৪টা থেকে ৫টা। * বৃটেনে মাইগ্রেশন প্রসেস করা হচ্ছে। * বৃটেন ও মালয়েশিয়াতে ভর্তি চলছে। * ডিভি ভিসা/বৃটেনসহ যেকোনো দেশের ভিসা প্রত্যাখাত হলে আপিল।

ওয়ার্ল্ড ভিউ'র জানুয়ারী সংখ্যার মূল প্রতিবেদন 'প্রতারণার ফাঁদে ডিভি বিজয়ীরা' এছাড়া 'বৃটেনে ওয়ার্ক পারমিট নতুন করে শুরু'। ভিপি যোগে পেতে হলে লিখুন।

রোটারিয়ান কাজী রকীবুল ইসলাম
বৃটিশ কাউন্সিল ও এআইডি, আমেরিকান দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা
ম্যানহাটন টাওয়ার, (প্রাইম ব্যাংকের উপরে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা।
ফোন : ৮৩৫-৭৫২৯, ০১৮৯-২২৫৮৮১, ০১৭৬-৩৭৫৬৬৬